গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
অডিট ও আইন শাখা-০১
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ
শেখ হাসিনার বাংলাদেশ

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.০১.০৮৯.১৮.৩৭০

তারিখ: ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
১৮ নভেম্বর ২০১৮

বিষয়: **প্রতিটি পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একাডেমিক মন্তব্য সংক্রান্ত অংশের বক্তব্য হবহ একইরূপ তথা Prototype হওয়ায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিবেদন তৈরীর জন্য পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান প্রসঙ্গে।**

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের আওতাধীন যে সকল কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর কর্তৃক পরিদর্শন ও নিরীক্ষা করা হয়।

০২. ডিআইএ কর্তৃক পরিদর্শন ও নিরীক্ষা প্রতিবেদনগুলো পর্যালোচনা করা হয়েছে। পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রতিবেদনের একাডেমিক সংক্রান্ত অংশের মন্তব্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য একই ধরণের মন্তব্য উল্লেখ্য করা হয়েছে, হয়। যেমন-

ক. পাঠদানে শিক্ষা উপকরণে ব্যবহার করতে হবে: এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কি কি উপকরণ ব্যবহার করা হয়না এবং কোন উপকরণ ব্যবহার করা প্রয়োজন তা স্পষ্ট করা হয়নি।

খ. শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দিয়ে তা যথাসময়ে আদায় করতে হবে: এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের বাড়ির কাজ দেয়া হয় কীনা ? দেয়া হয়ে থাকলে উক্ত কার্যক্রমে কী কী ঘাটতি রয়েছে এবং উক্ত ঘাটতি কিভাবে পূরণ করা যায় এবং এটা আরো উন্নত করার জন্য কী কী পদক্ষেপ নেয়া যায় তা স্পষ্ট করা হয়নি।

গ. শ্রেণীর অপেক্ষাকৃত দূর্বল ও অমনোযোগী শিক্ষার্থী চিহ্নিত করে তাদেরকে বিশেষ পাঠদানের ব্যবস্থা করতে হবে: এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে কোন কোন শ্রেণিতে দূর্বল ও অমনোযোগীতা রয়েছে, উক্ত শিক্ষার্থীদের কোন কোন বিষয়ে দূর্বলতা রয়েছে এবং উক্ত সমস্যাগুলো চিহ্নিত করা হয়েছে কীনা ? এবং তা প্রতিকারের কী কী পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে? এসকল কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি।

ঘ. প্রতিটি শ্রেণীতে মাসিক টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চালু করতে হবে: এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চালু আছে কীনা ? থাকলে উক্ত পদ্ধতির দূর্বল দিকগুলো কী কী এবং টিউটোরিয়াল পরীক্ষা চালু না থাকলে তা কিভাবে চালু করা যায় এর কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি।

ঙ. Participatory Method চালু করতে হবে: এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে এ পদ্ধতি চালু আছে কীনা ? থাকলে এ পদ্ধতির কোন দূর্বল দিক পরিদর্শনের সময় দৃষ্টি গোচর হয়েছে কীনা এবং সেটা সমাধানের উপায় কী ? এর কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি।

চ. বার্ষিক অভিভাবক সভা করে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা-পড়া এবং উপস্থিতি সম্পর্কে অভিভাবকদেরকে অবহিত করতে হবে: এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে অভিভাবক সভা করা হয় কীনা?উক্ত অভিভাবক সভা অনুষ্ঠানের দিকগুলো কী কী? অভিভাবক সভার সিদ্ধান্তগুলো বাস্তবায়ন হয় কীনা ? ইত্যাদি বিষয়গুলো প্রতিবেদনে স্পষ্ট করা হয়নি।

ছ. প্রতিষ্ঠানের লেখাপড়ার মান উন্নত করার লক্ষে পরিচালনা কমিটি ও শিক্ষক মন্ডলী যৌথভাবে প্রচেষ্টা করতে হবে: এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিটি ও শিক্ষক মন্ডলি কর্তৃক কোন পদক্ষেপ নেয়া হয় কীনা ? হয়ে থাকলে তা কী এবং এর ফলাফল কী? এর কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি।

জ. ইংরেজি ভাষা ও তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। পরিদর্শিত প্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার আদৌ হয় কীনা? হয়ে থাকলে এর Standard কিরূপ এবং ইংরেজি ভাষা ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার চালু না থাকলে এর প্রতিবন্ধকতাগুলো কী এবং দূর করার উপায় কী এর কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি।

ঝ. শ্রেণী কক্ষে পাঠদান যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করতে হবে: উক্ত প্রতিষ্ঠানে তা চালু আছে কীনা? থাকলে এর মাত্রা কতটুকু এবং না থাকলে তা চালু করার জন্য কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ প্রয়োজন এর কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি।

০৩. উপরি উক্ত পর্যালোচনা হতে এটা স্পষ্ট যে, ডিআইএ এর প্রতিবেদনগুলোর বক্তব্য Non Specific and Vague এবং একই প্রতিবেদনকে Cut and paste করে অপর সকল প্রতিবেদনগুলো তৈরী করা হয়েছে মর্মে প্রতীয়মান হয়। ফলে ডিআইএ এর প্রতিবেদনগুলোর নির্দেশনা দ্বারা পরিদর্শিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত কোন উপকৃত হচ্ছেনা।

০৪. প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিটি অংশ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বাস্তবতা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদার নিরীখে পরিদর্শন এবং প্রতিবেদন তৈরী হওয়া আবশ্যক।

০৫. এমতাবস্থায়, প্রতিটি ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শন প্রতিবেদনের প্রতিটি অংশ প্রতিষ্ঠান ভিত্তিক বাস্তবতা ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদার নিরীখে পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা এবং সেমতে প্রতিবেদন তৈরীর জন্য মহোদয়ের নিয়ন্ত্রনাধীন সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদানের জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হলো।

১৮-১১-২০১৮

নূরজাহান বেগম
সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৭৫২৭২

পরিচালক, পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন,
ঢাকা।

স্মারক নম্বর: ৫৭.০০.০০০০.১৪২.০১.০৮৯.১৮.৩৭০/১(৮)

তারিখ: ৪ অগ্রহায়ণ ১৪২৫
১৮ নভেম্বর ২০১৮

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে প্রেরণ করা হল:

১) সচিব, সচিবের দপ্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২) যুগ্ম সচিব, অডিট ও আইন অনুবিভাগ, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩) মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ইস্কাটন, ঢাকা।
৪) মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তর, শিক্ষা ভবন, ঢাকা।
৫) মন্ত্রীর একান্ত সচিব, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬) প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৭) সচিবের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৮) প্রোগ্রামার , আইসিটি অধিশাখা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (এ বিভাগরে ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

১৮-১১-২০১৮
নূরজাহান বেগম
সহকারী সচিব